



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
অধ্যক্ষের কার্যালয়  
রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী



EIIN No-126487

Telephone: 02588855694, Fax: 02588855535, E-mail: rgwcollege@yahoo.com, rgwcollegerajshahi@gmail.com, website: www.rgwcollege.edu.bd

তারিখ: ১৬/০১/২০২৪ খ্রি.

**বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রাত, বাংলা কবিতা, ইংরেজি কবিতা এবং নির্ধারিত  
বক্তৃতার বিষয়সমূহ নির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা এই কলেজের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫/০১/২০২৪ থেকে কলেজের বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০২৪ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদেরকে আগামী ২২/০১/২০২৪ খ্রি. তারিখের মধ্যে পরিসংখ্যান বিভাগ ও উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য বলা হলো।

তারিখ	বার	প্রতিযোগিতা আরম্ভের সময়	প্রতিযোগিতার ইভেন্টসমূহ
২৫/০১/২০২৪	বৃহস্পতিবার	সকাল ০৯:০০ টা	১। ক্ষেত্রাত ২। হামদ ও নাট ৩। বাংলা কবিতা ৪। ইংরেজি কবিতা ৫। উপস্থিত বক্তৃতা
২৮/০১/২০২৪	রবিবার	সকাল ০৯:০০ টা	৬। ধারাবাহিক গল্প বলা ৭। নির্ধারিত বক্তৃতা ৮। রবীন্দ্র সংগীত ৯। নজরুল সংগীত ১০। দেশ গান
২৯/০১/২০২৪	সোমবার	সকাল ০৯:০০ টা	১১। অভিনয় ১২। আধুনিক গান ১৩। লোক গান ১৪। সাধারণ নৃত্য ১৫। লোক নৃত্য

**ক্ষেত্রাত, বাংলা কবিতা, ইংরেজি কবিতা, নির্ধারিত বক্তব্যের বিষয়সমূহ:**

- ১। ক্ষেত্রাত : সুরা হাশর-এর শেষ তিন (০৩) আয়াত।
- ২। বাংলা কবিতা : 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা'- শামসুর রাহমান
- ৩। ইংরেজি কবিতা : 'Alone'- Edgar Alan Poe
- ৪। নির্ধারিত বক্তব্যের বিষয় : স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা।

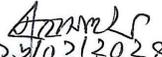
**শর্তসমূহ:**

- ১। কেবলমাত্র এ কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ২। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- ৩। প্রতিযোগিতায় নাম অন্তর্ভুক্তির শেষ তারিখ: ২২/০১/২০২৪ খ্রি. (দুপুর ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত)।

প্রতিষ্ঠান

  
১৬/০১/২০২৪  
অধ্যক্ষ

রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ  
রাজশাহী।

  
১৬/০১/২০২৪  
(মোঃ মোজাফফার হোসাইন)

আহ্বায়ক  
বার্ষিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কমিটি-২০২৪  
রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

"Alone"

BY EDGAR ALLAN POE

From childhood's hour I have not been

As others were—I have not seen

As others saw—I could not bring

My passions from a common spring—

From the same source I have not taken

My sorrow—I could not awaken

My heart to joy at the same tone—

And all I lov'd—I lov'd alone—

Then—in my childhood—in the dawn

Of a most stormy life—was drawn

From ev'ry depth of good and ill

The mystery which binds me still—

From the torrent, or the fountain—

From the red cliff of the mountain—

From the sun that 'round me roll'd

In its autumn tint of gold—

From the lightning in the sky

As it pass'd me flying by—

From the thunder, and the storm—

And the cloud that took the form

(When the rest of Heaven was blue)

Of a demon in my view—

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা  
- শামসুর রাহমান---সংকলিত (শামসুর রাহমান)

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,  
তোমাকে পাওয়ার জন্যে  
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?  
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,  
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,  
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।  
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,  
শহরের বুক জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো  
দানবের মত চিৎকার করতে করতে  
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,  
ছাত্রাবাস বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল  
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।  
তুমি আসবে ব'লে, ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।  
তুমি আসবে ব'লে, বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভূর বাস্তুভিটার  
ভগ্নস্তুপে দাঁড়িয়ে একটানা আত্ননাদ করলো একটা কুকুর।  
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,  
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে  
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?  
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?  
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে এক খুথুরে বুড়ো  
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন – তাঁর চোখের নিচে অপরাহ্নের  
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নডছে চুল।  
স্বাধীনতা, তোমার জন্যে  
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে  
নডবড়ে খুঁটি ধ'রে দক্ষ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে  
হাড়িসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে  
বসে আছে পথের ধারে।  
তোমার জন্যে,  
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,  
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,  
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,  
গাজী গাজী ব'লে নৌকা চালায় উদ্দান ঝড়ে  
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিকশাওয়ালা, যার ফুসফুস  
এখন পোকাকার দখলে  
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুড়ে বেডানো  
সেই তেজী তরণ যার পদভারে  
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে –  
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জলন্ত  
ঘোষণার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি তুলে,  
মতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক  
এই বাংলায়  
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।